অভিমানেই যার শুর — সে কোন অভিমানে চলে গেল

সৌমেন অধিকারী

পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা আধুনিক গানের জগতে একস্মরণীয় নাম। একাধারে বাংলা চলচিচত্র অন্যধারে হেমন্ত, মান্না প্রমুখ প্রখ্যাত গায়কবৃন্দের কন্ঠ দুই'ইঅমর করে রাখবে পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখনীকে। বাঙালীর হৃদয় স্পর্শ করে যাওয়া এই গীতিকার মানুষটি চলেগিয়েছিলেন হঠাৎই। সৌমেন অধিকারীরসৌভাগ্য হয়েছিল এই মানুষটির সংস্পর্শে আসার, তাঁকে প্রত্যক্ষ করার - তারই এক আবেগঘন স্মৃতিচারণ এই লেখাটি।

বাঙালির অনেক ভালবাসার মানুষ, অনেক আদরের মানুষ,এককথায় মনের-মানুষ বিশিষ্ট গীতিকার পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদেরছেড়ে চলে গেলেন ওপারে। যে পারে সময় হলে সবাইকে যেতে হয়, সেই পারেইএখন তার ঠিকানা। কিন্তু এমন ভাবে যাওয়া কেন? তোমার যাওয়া তো অন্যভাবেহতে পারতো । কোন অভিমানে তুমি চলে গেলে? কিছু বললে না, কিছু শুনলেও না।এ প্রশ্ন আজ বাংলার তথা দেশের সমস্ত মানুষের। হয়তো অভিমানেই সব শেষ করলে। তাই নিজের মনকেসান্ত্বনা দেবার জন্য বলতে ইচ্ছা করে "অভিমান" ছবিতেইতুমি প্রথম গান লিখেছিলে, সেই জন্যই বোধহয় অভিমানে চলে গেলে। সরোজমুখোপাধ্যায় এর "অভিমান" ছবিতে পুলকদারপ্রথম গান লেখা শু। তারপর সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বছর সঙ্গীত জীবনে শুধু লেখাআর লেখা। কতো সৃষ্টি, কতো ছবি তুমি এঁকে গেছো, কত মানুষেরমনের কথা তোমার উপলব্ধিতে ফুটিয়েছো, তা কি আমাদের কম পাওয়া?কিংবদন্তী সব শিল্পীরা তোমার গানে কন্ঠ দিয়ে চিরকালীনসৃষ্টিকে ধরে রেখেছেন আজও আর রাখবেনও চিরকাল।

পুলকদার সাথে আমার দেখা এক অদ্ভুত ঘটনার মাধ্যমে।সময়টা ১৯৮৬ সালের শেষের দিকে হবে, আমি তখন চিত্তদার (বিশিষ্টরবীন্দ্রসংগীত শিল্পী চিত্তপ্রিয় মুখোপাধ্যায়) কাছে রবীন্দ্রসংগীতশিখতাম। সর্বজন শ্রদ্ধেয় শিল্পী হেমন্ত মুখোপাধ্যায় আমাকে শেষের দিকেতাঁর শারীরিক অসুস্থার কারণে চিত্তদার কাছে রবীন্দ্রসংগীত শিখতেপাঠিয়েছিলেন। সেইরকমই এক শিখতে যাবার দিলে, সরকারী পাঁচ নং বাসেরসিটে বসে আছি। বাসে বেশ ভীড়, তারই মধ্যে হঠাৎ এক ভদ্রলোক ঠিক আমারসামনে এসে দাঁড়ালেন এবং মাথার ওপরে রডটা ধরলেন। চোখে কালো ফ্রেমেরচশমা, পরণে ধুতি-পাঞ্জাবি, পায়ে জটিজুতো। আরে! বেশ চেনা চেনা লাগছেকিছুতেই মনে করতে পারছিনা তো!বাস ছাড়ার বেশ কিছুক্ষণ পরে মনে পড়লো - আরে ইনি তো গীতিকারপুলক বন্দ্যোপাধ্যায়, কাগজের ছবিতে, রেকর্ডের বইতে এই মুখ আমিঅনেকবার দেখেছি। মনে মনে ভাবলাম এতো বড়ো মানুষটা দাঁড়িয়ে যাবেন, আরআমি বলে । তা কখনও হয়? উঠে জায়গা ছেড়ে দিয়ে বললাম না - আপনি বসুন।আমার দিকে অবাক নয়নে চেয়ে বললেন - আপনি কি নামবেন? আমি বললাম না, আপনি তো পুলকবাবু তাই না? আপনি বসুন। কিছুতেই বসবেন না,অবশেষে বসলেন। বাসের অনেক লোক তখন, আমাদের বসা না বসার ব্যাপারটালক্ষ করে পুলকদাকে চিনতে পেরে গেছে। আলাপের পর অনেক কথাহলো, আমাকে সালকিয়ার বাড়ির ঠিকানা দিলেন, যাবার জন্য। বেশ মনে আছেপুলকদা হাজরায় নেমে গেলেন। সেদিন মনে মনে বেশ রোমাঞ্চ অনুভব করেছিলাম। এতো বড়ো মানুষকেকাছে পাওয়া তখন আমার কাছে অনেকটা, আকাশের চাঁদ পাবার মতো। পরেপুলকদার সাথে আমার বেশ ভালো সম্পর্ক ছিলো, তার ঘনিষ্ঠ না হতেপারলেও স্নেহের ছিলাম তো বটেই। এর পরে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় এরবাড়িতে দেখা হয়েছে বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন মুহূর্তে। পুলকদা হেমন্তদাকেখুব শ্রদ্ধা করতেন। কতো গানের জন্মের কথা জেনেছি পুলকদার কাছে। সেসময় অনেক প্রশ্ন মনে জাগলে, পুলকদাকে বলেছি, পুলকদা তার উত্তরদিতেন খুব সহজে।

পুলকদার লেখার শু কিন্তু ছড়ার মাধ্যমে। খুব ছোট বয়সথেকে উনি ছড়া লিখতেন। ক্লাস সিক্সে পড়ার সময় আনন্দমেল

াতে তার লেখা ছড়াপ্রথম প্রকাশিত হয় এবং তার তিনমাস পরে পাঁচ টাকারমানিঅর্ডারও এসে ছিলো তার নামে। পরে ছড়াকার হিসাবে নিয়মিত লিখতেনআনন্দমেলা ও শুকতারাতে। দেবসাহিত্য কুটিরের পূজাবার্ষিকীতেওপ্রতিবছর ছড়া লিখতেন একসময়। এমনই একটি ছড়ার কয়েকটি লাইনতার মুখে শুনেছিলাম একসময় এক অনুষ্ঠানের অবসরে, রবীন্দ্রসদনের গ্রীনমেবসে। শুনে অবাক হয়েছিলাম আর ভেবেছিলাম তিনি কতো বড়ো মাপের ছড়াকার।পরে ধীরে ধীরে উনি গানের জগতে এসেছিলেন। পুলকদার বাবার বন্ধু হীরেনবসু (সবাক চলচিত্রে প্রথম নায়ক ও গায়ক) একদিন পুলকদারবাবার পিয়ানো বাজিয়ে গেয়েছিলেন "শেফালী তোমারআঁচলখানি"- এই গানটি। শুনে পুলকদা জিজ্ঞাসা করেছিলেন, এটিআপনারই লেখা, আপনারই সুর? এই লেখা শব্দটা তখন থেকেই তার মনে ঘুরতেথাকে। গান লেখা শু হয়। সেই শু, পরে পুলকদার লেখা গান গাননি এমন শিল্পীর সংখ্যা খুবই কম। একবারপুলকদাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম আপনার লেখা ছায়াছবির ও বেসিক রেকর্ডেরগানের সংখ্যা কতো? উত্তরে বলেছিলেন - আমিই জানিনা তার সঠিক হিসাব। সবসময় বলতেন আমার গীতিকার জীবনে দুই স্তম্ভ হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ওমান্না দে। এঁদেরকে আমার কোনদিনও বোঝাতে হয়নি আমি কি চাই, আমি লিখেযা চেয়েছি তার বেশী ভাগ এদেরগাওয়াতে পেয়েছি। মান্না দের মতন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়েরও অসংখ্য গানপুলকদার লেখা। একদিন একটি গানের কয়েকটি লাইন লিখে হেমন্তবাবুকেশোনালেন। হেমন্তবাবু বললেন পুরো গানটা লিখে আর সাথে উল্টোদিকের গানটা লিখে বোম্বে পাঠাও। পুলকদাপোষ্টকার্ডে গান দুটি লিখে পাঠালেন। রেকর্ডিং হোলো, তৈরী হোলোকালজয়ী গান - " ও আকাশ প্রদীপ জ্বেলো না" আর"কত রা গিনীর ভুল ভাঙাতে।" মন নিয়ে ছবির গান তৈরীহচ্ছে, মহানায়ক উত্তমকুমার ও ছবির পরিচালক সলিল সেন পুলকদাকে বললেনদান একটা রোমান্টিক গান লিখতে হবে। অনেক গান লেখা হলো, কিছুতেই আরউত্তমকুমারের পছন্দ হয় না। হেমন্তবাবুকে ব্যাপারটা জানাতে উনি বললেনপুলক লিখে দিক, আমি সুর করে দেবো। পুলকদা পড়লেন মহা ফাঁপড়ে। যাই হোক,একদিন পুলকদা আর উত্তমকুমার কোথাও যাবেন বলে বেরোচেছন, সেই সময়উত্তমকুমারের মনে পড়লো আজ তার এক বান্ধবীর জন্মদিন, সে নেমতন্নকরেছে। যাবার আগে একবার দেখা করে যেতেই হবে না হলে ব্যাপারটা খারাপদেখায়। পুলকদাকে সাথে নিয়ে গেলেন সেখানে। পুলকদা সেই মেয়েটিকে দেখেচিনতে পারলেন - আরে! এ তো তাঁর পরিচিত কোন কারণে সে নেমতন্ন করতে ভুলে গেছে। যাইহোক সেখানথেকে দুজনে এসে গাড়িতে ওঠার পর, পুলকদা বললেন উত্তম তোমার গানেরমুখড়া হয়ে গেছে। আসলে সেই মেয়েটিসেদিন এমন সুন্দর সেজেছিলো তাকে এতো ভালো দেখাচ্ছিল য, তাই দেখে পুলকদামনে মনে লিখেছিলেন সেই ভুবন মোহিনী গান "ওগো কাজল নয়নহরিনী"। এই গানের অন্তরায় অবশ্য পুলকদাকেহেমন্তবাবু সুরের ওপর কথা বসাতে হয়েছিল। পুলকদার গানে সবসময়একটা নতুন আঙ্গিক থাকতো। সারা পৃথিবীতে যখন পপ্‌গান চলছে, সেই সময়গ্রামাফোন কোম্পানী থেকে পুলকদাকে যখন পপ্‌গান লিখতে বলা হয়। উনি সেই সময় কোম্পানীর অধিকর্তাকে বললেন -এখনতো অনেক গীতিকারই ভাল গান লিখছে আপনি তাঁদের দিয়ে লিখিয়ে নিন্‌।কোম্পানীর অধিকর্তা বললেন তুমি ছাড়া এ গান হবেনা। সত্যিই তাই সেই জন্যইবোধহয় আমরা শুনতে পেলাম ভি.বালসারার সুরে রানু মুখোপাধ্যায় এর গাওয়াসেই বিখ্যাত গান "বুশিবল বুশিবল"। এটিই প্রথম বাংলাপপ্‌গান। পুলকদার লেখা, আর মান্নাদার গাওয়া গানের মধ্যে একটা আলাদাব্যাপার ছিল। বিশেষ করে প্রেমের গানের ক্ষেত্রে। কখনও মিলন, কখনও বিরহ, কি সহজে সমস্ত ছবিটা আমাদের চোখের সামনে ফুটেউঠতো। তাই তো শ্রোতারা তাঁর লেখা গান শুনে চিরকাল মনে করেছেন এযেন তাঁদেরই মনের কথা।

পুলকদার মধ্যে আবেগ ব্যাপারটা খুব ছিলো বলেআমার মনে হয়েছে। ভাল গান শুনলেই কেমন যেন হয়ে যেতেন। সে গান যারই লেখা বাসুর করা হোক না কেন। বেশ মনে আছে ১৯৯৪ সালে মহাজাতিসদনে বাংলা চলচিচত্রপ্রচার সংসদের একটা অনুষ্ঠানে " মৌ বনে আজ মৌজমেছে" গানটি গাইছি, দেখি উইংসএর পাশে পুলকদা দাঁড়িয়েআবার গান শুনছেন। গান শেষ হবার পর বললেন - খুব ভালো গেয়েছো, আমি শুধু তোমার অন্তরার ওপরের দিকটা কেমন গাও শোনার জন্য অপেক্ষাকরছিলাম। পরে বলেছিলেন এই গানটায় অন্তরায় যেখানে ও ..... বলেটানটা আছে, সেটাই গানের আসল জায়গা, ঐ খানটায় অনেকেই তেমনভাবেগাইতে পারে না। তুমি মন দিয়ে গান করো। নতুনদের মধ্যে ভালো কিছু দেখলেপুলকদাকে অক্লেশে স্বীকার করতে দেখছি অনেকবার। মান-অভিমান ব্যাপারটাওখুব বেশী ছিল ওনার মধ্যে তাও

দেখেছি। একবার কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করেছিলাম -এতো তো গান লেখেন গাইতে ইচ্ছা করেনি কোনদিন? বলেছিলেন ভগবানের দেওয়াকণ্ঠ তো পাইনি যে গাইব। সকলে গায়ক হতে চাইলে কি আর গায়ক হতেপারে? দু-একজনই হয়, আমি মনে মনে গাই আর কলমের মাধ্যমে তা তুলে ধরি।হাসতে হাসতে হাসতে বলেছিলেন এ গলা কিন্তু সব বিখ্যাত গায়ককেই অবশ্য শুনতে হয়েছে।কারণ যখন সুরের ওপর কথা লিখতে হয় তখনতো গেয়ে শোনাতে হয়। এখনকারচলচ্চিত্রের গান সম্বন্ধে জানতে চেয়েছিলাম "কে প্রথম কাছেএসেছি" মতন গান হচ্ছেনা কেন? বলেছিলেন সেরকম সিচ্যুয়েশান আরতৈরী হচ্ছে না বলেই। আগে ছবির পরিচালক গান বুঝতেন, অনেক অলোচনা করেচিত্রনাট্য পড়ে তবে সিচ্যুয়েশানের সাথে মিলিয়ে গান তৈরী করা হোতো, এখনআর এতো কিছু ভাবছে কে? এই ব্যাপারটা পুলকদাকে শেষের দিকে খুবআঘাত করতো। তবু যুগের সাথে তাল মিলিয়ে উনি শেষদিন পর্য্যন্ত গানলিখেছেন, তাই তো গত বছর পুজোতেও মান্নাদের কণ্ঠে বিখ্যাত গান "আমায় একটু জায়গা দাও, মন্দিরে বসি" শুনতে পেলাম আমরা। পুলকদা চলে যাবার কদিন আগেও এই ক্যাসেটের সুরকার মৃণাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাথেরাগা মিউজিক কোম্পানীর অফিসে কতো কথা হোলো। মৃণালদা পুলকদার এই যুগের সাথে তালমিলিয়ে নতুন কিছু লেখার ব্যাপারটা বলছিলেন। কতো অমর গানই না ওরাসৃষ্টি করেছিলেন। মৃণালদার সুরে পুলকদার কথায় বেশকিছু গান আমিএকসময় শিখেছিলাম মৃণালদার কাছে। বিশেষ কারণে আর সেগুলো রেকর্ডকরা হোলো না, এই আক্ষেপ আমার সারাজীবন থাকবে। পুলকদার সাথেআমার শেষ দেখা গত ১৮ই জুলাই, শিশির মঞ্চে 'হেমন্ত স্মৃতি তীর্থ' আয়োজিতহেমন্তপ্রাণ অনুষ্ঠানে। জিজ্ঞাসা করলাম কেমন আছেন? বললেন ভাল,তুমি কেমন আছো, শরীর ভালো তো? বললাম ভাল আছি, আপনার কাছে যেতাম,আমাদের "অঙ্কুর" সংস্কৃতিক সংস্থার পক্ষথেকে এবছর আপনাকে "হেমন্তস্মৃতি পুরস্কার"দেবো ঠিক করেছি। কথা দিলেন আসবেন শেওড়াফুলিতে অঙ্কুরেরঅনুষ্ঠানে। কিন্তু তা আর হোলো না। অঙ্কুর "হেমন্তস্মৃতি পুরস্কারে" পুলকদাকে সম্মানিত করার সুযোগপেল না, এ আমাদের দুর্ভাগ্য। পঞ্চাশবছর গানে গানে বাঙালীর হৃদয়ে ভরিয়ে রেখে চলে গেলেন নীরবে। আজ"কাল তুমি আলেয়া"র সেই বিখ্যাতগানটির কথা বড়োমনে পড়ছে। উত্তমকুমারের সুরে হেমন্তবাবুর গাওয়া " আমিযাই চলে যাই, আমায় খুঁজোনা তুমি বন্ধু বুঝো না ভুল"। আমরাতোমায় ভুল বুঝবো না পুলকদা, তুমি অভিমানেই যে বিদায় নিলে, একথাআমরা বুঝি। তোমার লেখনি চিরকাল আমাদের মনের মাঝে বাজবে। বাঙালীযতদিন বাংলা গান ভালবাসবে, শুনবে, ততদিন তুমি আমাদের জীবনের সুখ দুঃখেরসাথী। তাই কবির ভাষায় বলতে ইচ্ছা করে " তোমার যাওয়া -তো নয় যাওয়া"।